রাহুলের লন্ডন সফরের পরই মাল্য'র মুখে জেটলির নাম, অভিযোগ বিজেপির

নয়াদিল্লি/লন্ডন, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিজয় মাল্য দেশ ছাড়ার আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বলে যে দাবি করেছেন, তা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে বিতর্ক। ঠিক একদিন পরেই এই বিতর্কের পিছনে কংগ্রেসের হাত আছে বলে ইঙ্গিত করল ভারতীয় জনতা পার্টি। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বৃহস্পতিবার এই ইঙ্গিত করেছেন। রীতিমতো জোরালো ইঙ্গিত করে প্রসাদ জানতে চেয়েছেন, মাল্য এবং রাহুল গান্ধি লন্ডনে একসঙ্গে কাজ করছিলেন কি না, কারণ রাহুলের লন্ডন সফরের ঠিক কয়েকদিন পরেই মাল্য'র মুখে এমন কথা শোনা গেল।

প্রসাদ আরও বলেছেন, আসলে বিজয় মাল্যকে দিয়ে একথা বলিয়ে কংগ্রেস একটি ইস্যু তৈরি করতে চাইছে। তবে জেটলির মতোই রবিশঙ্কর প্রসাদও মেনে নিয়েছেন সাংসদ থাকার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিংফিশার কর্তা। তবে জেটলির ঘরে নয়, করিডরে দেখা হয়েছিল তাঁদের। জেটলি সে সময় তাঁকে ঋণশোধ করার জন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কয়েকটি মাত্র কথা হয়, অথচ তাকেই কংগ্রেস আজ ইস্যু করছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর দাবি, ব্যাঙ্কের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা থাকলে কংগ্রেস অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওই বছর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় ছিল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। সে সময় এই ঋণের পরিমাণ বেড়ে হয় ৫২ লক্ষ কোটি টাকা। কংগ্রেস কেন এ নিয়ে কোনও হইচই করে না, তাও জানতে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। শুধু রবিশঙ্কর প্রসাদ নন, কেন্দ্রের আর এক মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও এদিন অভিযোগের বন্দুক তাক করেছেন কংগ্রেসের দিকে। জেটলি-মাল্য বিতর্কের কথা তুলে ধরে ধর্মেন্দ্র প্রধান কংগ্রেসের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, ''কে গোয়াতে গিয়ে কার টাকায় পার্টি করত?'' বিদেশে মাল্য'র অতিথি হন কে? বিজেপি তাঁকে কখনও বিদেশে পালিয়ে যেতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগাগোড়াই চেষ্টা করছেন তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কখনওই তাকে পালিয়ে যেতে দিতেন না। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আরও সংযোজন, মাল্য'র সঙ্গে বিজেপি মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, কেউই একথা বিশ্বাস করবেন না।

প্রসঙ্গত, বিজয় মাল্য সম্প্রতি দাবি করেছেন, ২০১৪ সালে ভারত ছাড়ার আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জেটলির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা নিতান্তই ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। মাল্য'র মুখে একথা শোনার পরই জেটলির বিবৃতিতে বলা হয়েছে মাল্য'র বক্তব্য আদৌ সত্যি নয়। ২০১৪ সাল থেকেই তিনি কখনও মাল্যকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেননি। কাজেই দেখা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মাল্য যে অভিযোগ করেছেন তার ফলে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নিজের যে মর্যাদা তারও অপব্যহার করেছেন তিনি বলে অভিযোগ।

৬২ বছর বয়স্ক কিংফিশার কর্তার দাবি, জেনেভায় নির্ধারিত বৈঠকের জন্যই নাকি তাঁকে ভারত ছাড়তে হয়। কিন্তু ভারত ছাড়ার আগেই তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় কেন তাঁকে দেশ ছাড়তে বারণ করেননি জেটলি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস কর্মীদের জন্য তাঁর দয়া হয়। কারণ পুরো দলটিকেই নানারকম কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে একটি পরিবারের জন্য বলে একসময় মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সেই মন্তব্যকে এদিন টেনে এনে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস প্রকৃত বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ। গত ৪ বছর ধরে কংগ্রেস ও তার বন্ধু দলগুলির ক্ষমতা সাধারণ মানুষ দেখছেন। আগেই তাদের ব্যর্থতার জন্য ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তারা বিরোধীর ভূমিকা পালন করতেও ব্যর্থ।

জোটসঙ্গীদের নিয়ে নাজেহাল পারিক্কর, ভাঙতে পারেন বিধানসভা, অভিযোগ রাজ্য কংগ্রেসের

পানাজি, ১৩ সেপ্টেম্বর : গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিক্কর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন, কারণ জোটসঙ্গীদের নিয়ে তিনি নাজেহাল। কোয়ালিশন সরকারের মধ্যে জোটসঙ্গীদের অন্তর্কলহ চলছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বলে দাবি করেছেন গোয়ার কংগ্রেস নেতা গিরীশ আর চোদ্দকর। রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহার কাছে চিঠি লিখে রাজ্য কংগ্রেস নেতা দাবি করেছেন, জোটসঙ্গীদের নিয়ে বিদেশ থেকে ফেরার পরই পারিক্করকে যে লড়াই করতে হচ্ছে, তাতে এছাড়া তাঁর সামনে কোনও পথ খোলা নেই।

কিন্তু এভাবে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার তীব্র বিরোধী কংগ্রেস। রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে তাই কংগ্রেস নেতা গিরীশ দাবি করেছেন, মনোহর পারিক্কর সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। জোটসঙ্গীদের সঙ্গেই রীতিমতো বিবাদ চলছে বিজেপির। এছাড়া অন্তর্দলীয় কোন্দলও শুরু হয়েছে দলের মধ্যে। এর পরিণাম হিসেবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে প্রশাসন। রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে কংগ্রেস নেতা পারিক্কর সরকারকে ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করে বলেছেন, হয় এই সরকারকে ভেঙে দেওয়া হোক নতুবা বিকল্প সরকার গড়ার সুযোগ দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, গোয়া মন্ত্রিসভায় এখন বিজেপির জোটসঙ্গী দলগুলি হল মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি (এমজিপি), গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টি (জিএপি), ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি এবং তিন নির্দল সদস্য। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কিন্তু দল হিসেবে কংগ্রেস ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও ওই দলকে রাজ্যপাল সরকার গড়ার জন্য ডাকেননি বলে সে সময় কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদেই তাদের সরকার গড়ার জন্য রাজ্যপাল আমন্ত্রণ জানান বলেও অভিযোগ করা হয়েছিল। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিধানসভা কোনওমতেই ভাঙা উচিত নয় বলে রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে দাবি করেছে কংগ্রেস। আর পারিক্কর যদি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশই করেন, তবে কংগ্রেসকে বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগ দিতে হবে বলেও জানিয়েছেন। কারণ কংগ্রেস নতুন করে এখনই নির্বাচন চায় না।

৬ ইভিএম মেশিনে গোলমাল, ফল ঘোষণা স্থগিত ডিইউএসইউ-এর ছাত্র ইউনিয়নের

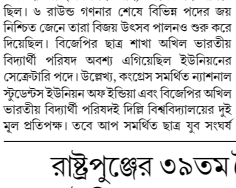

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। ভোট পড়ে ৪৪.৪৬ শতাংশ। কিন্তু ৬টি ইভিএম মেশিনে সঠিক ফলাফল দেওয়া হচ্ছে না বলে ছাত্ররা অভিযোগ করায় ভোটগণনা বৃহস্পতিবার স্থগিত রাখা হয়। অথচ এই সময় কংগ্রেস পরিচালিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) অনেকটাই এগিয়ে ছিল। ৬ রাউন্ড গণনার শেষে বিভিন্ন পদের জয় নিশ্চিত জেনে তারা বিজয় উৎসব পালনও শুরু করে দিয়েছিল। বিজেপির ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অবশ্য এগিয়েছিল ইউনিয়নের সেক্রেটারি পদে। উল্লেখ্য, কংগ্রেস সমর্থিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং বিজেপির অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মূল প্রতিপক্ষ। তবে আপ সমর্থিত ছাত্র যুব সংঘর্ষ সমিতিও এ বছর বাম দলগুলির ছাত্র ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিযোগিতায় নামে। উল্লেখ্য, এবার কলেজে ভোটগ্রহণের জন্য ৭২টি নির্বাচনী বুথ তৈরি হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর ভোটদাতার সংখ্যা অনেকটাই বেশি হওয়ায় গণনাতান্ত্রিক রীতি মেনে এই ব্যবস্থা করা হয়। গত বছর ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৪৬ শতাংশ। এ বছর ৪৪.৪৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভোট দিয়েছেন বলে জানা গেছে। দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা ছিলই, আর সেই আশঙ্কা থেকেই এবার ভোটগণনা কেন্দ্রগুলির বাইরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস পরিচালিত এনএসইউআই এগিয়েছিল। তারা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে বিজেপির ছাত্র শাখায় এবিভিপি-র প্রার্থী এগিয়ে যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে। এরপরই শুরু হয় গোলমাল। ইভিএম মেশিনগুলিতে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে ভোটগণনা স্থগিত রাখা হয়। ডিইউএসইউ-এর এক নির্বাচনী অফিসার জানিয়েছেন, নতুন গণনার দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোষণা করা হবে। এরপরই দু'দলের দুই ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

জর্জের মন্তব্য পরীক্ষা করে দেখতে চায় বিধানসভার এথিক্স কমিটি

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ সেপ্টেম্বর: কেরালার যৌন নিগৃহীতা নানকে যৌনকর্মী বলে মন্তব্য করায় নির্দল বিধায়ক পি সি জর্জকে বিধানসভার এথিক্স কমিটির মুখোমুখি হতে হবে। কেরল বিধানসভার অধ্যক্ষ পি শ্রীরামকৃষ্ণন বৃহস্পতিবার জর্জের মন্তব্য প্রসঙ্গে একথা বলেছেন। অধ্যক্ষের দাবি, বিধায়কদের মধ্যে বা বাইরে কোনও বিধায়ক অথবা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে কোনওরকম অভিযোগ উঠলে তার তদন্ত করতে বাধ্য এথিক্স কমিটির। তদন্ত শেষে ওই রিপোর্ট জমা পড়ে অধ্যক্ষের কাছে। কেরলে এক নানকে ধর্ষণ করায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে দেশজুড়ে। ভারতের বিভিন্ন ডায়াসিসের বিশপরা একজোট হয়ে ওই নানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় তিনি স্বচ্ছ তদন্তের জন্য এবার ভ্যাটিকানের দ্বারস্থ হয়েছেন। চমকপ্রদ বিষয় হল, কেরল বিধানসভার নির্দল সদস্য পি সি জর্জ গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই নানের বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। রোমান ক্যাথলিক বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কাল যে নানকে ধর্ষণ করেছিলেন বলে অভিযোগ, তিনি আসলে একজন যৌনকর্মী।

'মেরা বুথ সবসে মজবুত'-বিজেপি কর্মীদের ২০১৯-এর মন্ত্র বাতলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

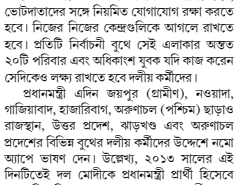

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: আগামী সাধারণ নির্বাচনে দলের জয় নিশ্চিত করতে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নমো অ্যাপের মাধ্যমে পাঁচ-পাঁচটি লোকসভা আসনে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, দেশজুড়ে বিজেপির অনুকূলে কার্যত হাওয়া বইছে। আর তা টের পেয়েই বিরোধী দলগুলি নিজেদের একজোট করার চেষ্টা করছে। যদিও তাতে সফল হবে না তারা। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, বিজেপির সবচেয়ে বড় সম্পদ হল দলের কর্মীরা। একমাত্র তাঁদের কঠোর পরিশ্রমই দলের ঐতিহাসিক সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে পারে। গত চার বছরে দলের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা দলীয় কর্মীদের অবদান বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে নমো অ্যাপের মাধ্যমে বলেছেন, 'মেরা বুথ সবসে মজবুত' এই মন্ত্র হোক দলীয় কর্মীদের।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, দলের সাফল্য নির্ভর করে দলীয় কর্মীদের উপর এবং নির্বাচনী বুথগুলির উপর তাদের কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেই বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কাজেই কর্মীরা যে বুথে থাকবেন, সেই বুথটিই সবচেয়ে মজবুত হিসেবে তৈরি করতে হবে তাদের। তবেই দলের সাফল্য আসবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি যে জোট তৈরি করছে তা কতটা ধাক্কা দিতে পারে বিজেপিকে। এই প্রশ্নের উত্তরেই মোদী দলীয় কর্মীদের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ফের জয়লাভ করবে। কারণ দেশজুড়ে বিজেপি হাওয়া বইছে।' প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, এই হাওয়া ২০১৪ থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই হাওয়ার ধাক্কায় যাতে ছিটকে যেতে না হয় তাই পরস্পরের হাত ধরে বিরোধীরা এখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর কী কী পরামর্শ দিয়েছেন তিনি? নমো অ্যাপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে তাঁদের স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, ভোটদাতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নিজের নিজের কেন্দ্রগুলিকে আগলে রাখতে হবে। প্রতিটি নির্বাচনী বুথে সেই এলাকার অন্তত ২০টি পরিবার এবং অধিকাংশ যুবক যদি কাজ করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে দলীয় কর্মীদের।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জয়পুর (গ্রামীণ), নওয়াদা, গাজিয়াবাদ, হাজারিবাগ, অরুণাচল (পশ্চিম) ছাড়াও রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন বুথের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে নমো অ্যাপে ভাষণ দেন। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের এই দিনটিতেই দল মোদীকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছিল। দলের একজন সাধারণ কর্মী থেকে মোদী হয়ে ওঠেন সর্বভারতীয় নেতা। এদিন নমো অ্যাপে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভবিষ্যতে যে কেউ তাঁর স্থান নিতে পারেন। এদিন কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস হল একটি পরিবারের দল। ওই দলের কর্মীদের জন্য সে কারণে দুঃখপ্রকাশও করেছেন তিনি। কারণ দলের অনেক দক্ষ কর্মীকেই ওই একটি পরিবারের স্বার্থরক্ষা করতে হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। বিরোধীরা ক্রমাগত মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। কিন্তু বিরোধীদের এই প্রচারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ সচেতন বলেও দলীয় সদস্যদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

গণেশ চতুর্থীতে সিদ্ধিদাতার আরাধনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর: গণেশ চতুর্থীতে সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতে উঠেছেন সারা দেশের সঙ্গে মুম্বই, কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহরগুলির মানুষও। মেতে উঠেছেন বলিউডের তারকারাও। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে গণেশ চতুর্থীতে সিদ্ধিদাতার আরাধনা শুরু হয়। লক্ষ্মীবারে সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতে ওঠেন অসংখ্য মানুষ। মুম্বইতে প্রতি বছরই গণেশ পুজোয় শামিল হন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বলিউডের তারকারাও। সেখানে ঘরে ঘরে সিদ্ধিদাতার আরাধনা হয়। তবে ব্যতিক্রম এবার বাংলা। পশ্চিমবঙ্গেও গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পুজোয় মেতে উঠেছেন রাজ্যবাসী। কুমোরটুলির শিল্পীদের হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বকর্মার পুজো হচ্ছে কলকাতায় যেখানে ২০০০, সেখানে কলকাতা ও শহরতলিতে গণেশের পুজো হচ্ছে ৫০০০। আর সকাল থেকেই সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মুম্বইয়ের পাশাপাশি মেতে ওঠে কলকাতাও। সর্বত্র মাইকে পুরোহিতের জলদগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হতে থাকে। সন্ধেবেলায় হয় প্রসাদ বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ৩৯তম বৈঠকে মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রধানের মন্তব্যে দুঃখিত দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলে সদ্য নিযুক্ত কমিশনার মিশেল বাস্টেলেটকাঙ্খীর নিয়ে মন্তব্যে দুঃখিত দিল্লি। প্রসঙ্গত, জায়েদ রাদ আল হুসেনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কাউন্সিলের বৈঠকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংস্থার হাইকমিশনার দাবি করেছেন, পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরে মানবাধিকার মেনে চলা হচ্ছে না। তাঁর আরও দাবি, অথচ সারা বিশ্বে সব মানুষের মতোই কাশ্মীরের মানুষেরও একই অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ব্যাসল্ট নিয়ন্ত্রণরেখার দু'দিকেই তাঁদের কর্মীদের সফরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন। ব্যাসল্টের এই মন্তব্যের পর জেনেভায় রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাজীব চান্দার বলেছেন, এ বিষয়ে ভারত তারমতামত পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছে। এ নিয়ে কাউন্সিলের হাইকমিশনার যা বলছেন তা ঠিক নয়। ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের হাইকমিশনার অযথা কেন নাক গলাচ্ছেন, তা নিয়েও দুঃখপ্রকাশ করেছেন চান্দার। জেনেভায় গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৯ তম বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে চান্দার বলেন, সন্ত্রাসবাদ ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানবাধিকারও সন্ত্রাসবাদীরাই সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করে থাকে। এপ্রসঙ্গে আশাপ্রকাশ করে তিনি বলেন, আশা করা হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে এ নিয়ে অযথা জলঘোলা করা হবে না।

মহাত্মা গান্ধির ব্লাড প্রেশারের রেকর্ড, চিকিৎসার কথা প্রকাশ করবে মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল

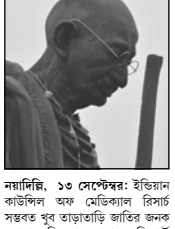

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ব্লাড প্রেসারের রিপোর্ট প্রকাশ করবে। আগামী ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে চলেছে। আইসিএমআর এ নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা অনুমতিও নিচ্ছে। গান্ধি এবং তাঁর স্বাস্থ্য এই থিমের ওপর নির্ভর করেই গান্ধি বক্তৃতা আগে হাইপারটেনশনের মতো অসুখে ভুগতেন, যা নিয়ে এখনও রোগী ও তাঁদের পরিবার উদ্বেগে ভোগেন। মহাত্মা গান্ধির সময়ে এই রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র তেমন ছিল না। পাওয়া যেত একমাত্র হজমের ওষুধ। চিকিৎসকরা কীভাবে মহাত্মার মতো মানুষের হাইপারটেনশন সামলাতেন, তা অবশ্যই এখনকার মানুষের জানা উচিত বলেও দাবি করেছেন ভার্গব।

আইসিএমআর-এর ডিরেক্টর জেনারেলের দাবি, হাইপারটেনশিল হিসেবে মহাত্মা গান্ধির যে রেকর্ড তা প্রকাশিত হয়েছে আগেই। একালের মানুষের জানা উচিত, হাইপারটেনশন অত্যন্ত পুরনো একটি অসুখ। এখন চিকিৎসকরা এই অসুখটি সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধির সময়ে তাঁর মতো মানুষের হাইপারটেনশন কী করে চিকিৎসকরা সামলাতেন তা অবশ্যই একালের মানুষের জানা উচিত বলেও মনে করেন ডাঃ ভার্গব। অবশ্য একইসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির হাইপারটেনশনের কথা বলতে গিয়ে আইসিএমআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল একালের হাইপারটেনশনে ভোগা রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর দাবি, এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে রোগীদের সবসময়ই কম লবণযুক্ত খাবার খেতে হবে। বেশি নুন খাওয়া হাইপারটেনশনের রোগীদের মোটেই উচিত নয় বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধির সময়ে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কলেরা এবং কুষ্ঠর মতো অসুখ মারাত্মক আকার নিত। এইসব অসুখে ভোগা রোগীদের সেবা করার ব্রত নিয়েছিলেন। জার্নালে সেকথাও জানানো হবে বলে দাবি করেছেন ভার্গব। পাঠকরাও এ নিয়ে আগ্রহী বলে জানা গেছে।

No. 3-1(1)/NO/RECT/DHS/2018/3300 Port Blair dated the 13th Sept, 2018

E-Recruitment Notice

APPLICATION INVITED FOR THE POST OF STAFF NURSE/MALE NURSE (GROUP 'B' NON GAZETTED) IN THE DIRECTOR OF HEALTH SERVICES, A & N ADMINISTRATION, PORT BLAIR.

Online applications are invited from the eligible candidates for filling up the post of Staff Nurse/Male Nurse in the Directorate of Health Services, A & N Administration, Port Blair on regular basis. Application in complete shape in all the respect should be submitted online through https://recruitment.andaman.gov.in. The portal will be open for submission of online application between 15.9.2018 10.00 AM to 5.10.2018 up to 11.59 PM. The candidate of Southern Group of Islands as well as North and Middle Andaman has the option to submit the application through online/offline.

1.	Name of vacancy	Staff Nurse/Male Nurse
2.	No. of vacancy	**Directorate of Health Services** **UR – 28 OBC – 16 Total – 44 (PH- 1 MSP – 2)**
3.	Category of Post	Grp 'B' Non Gazetted (Non Ministerial)
4.	Scale of pay	LEVEL-7 OF Rs. 35400-112400/- (Pre-revised PB – 2 Rs. 9300-34800 WITH GRADE PAY Rs. 4600/-)
5.	Age Limit	18-30 Years (for both Male & Female) **Note:-** A Candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age over and above 30 years both male and female as on 01.08.2018 i.e. He/She must have been born not earlier than 02.08.1988 and not later than 01.08.2000.
6.	Educational Qualification	1. XIIth Std. (Senior School Certificate Examination) passed from a recognized Board/University/Institute. 2. Diploma in General Nursing/B.Sc. Nursing from a recognized Institution/College. 3. Should be registered with the Nursing Council. Desirable:- 1. Degree in Medical and Surgical Nursing/Midwifery from a recognized School of Nursing/College. Two years experience
7.	Scheme of Examination	The question paper may include the objective multiple choice type questions only in the subject related to the post. Since the minimum qualification of the post is 12th Pass plus General Nursing. 1. No. of Questions-100 (04 marks for each) 2. Maximum marks -400. 3. Negative marking if any:- yes @ of 1 mark each wrong Answer 4. Whether OMR Answer Sheet to be used:- Yes

Instructions.

1. The candidate applying for the above post should ensure that they fulfil all the eligibility conditions as prescribed for the post and examination in the vacancy notice. Admission of the candidates for the examination for the post notified in the vacancy notification would be on the basis of the information furnished by the candidate in the online application. If at any stage of the recruitment or thereafter, it is found that any of the information furnished by the candidate in his/her online application is false/incorrect or the candidate has suppressed any relevant information of the candidate otherwise does not satisfy the eligibility criteria for the post his/her candidature will be cancelled forthwith.
2. The candidate should submit applications through ONLINE except candidates of southern Group of Islands. To submit online application candidate should visit official website https://erecruitment.andaman.gov.in from 15.09.2018 at 10.30AM to 05.10.2018 11.59 PM (No need to submit hard copy of application and other relevant supporting certificates documents. The verification of certificate and relevant certificates and supporting documents would be verified only to the successful candidates on later stage.
3. The online application consists of 3 sections 1. Personal Details, 2. Qualification of Post and experience and 3. Uploading of Photo & Signature (preview and Print).
4. The departmental candidate possessing the required qualifications and eligibility may apply through online with the NOC issued by the competent authority.
5. Only those applications which are complete in all shape of above 5 sections will be treated complete and valid candidature. The applications that submitted partially, due to reason such as poor network issues, that can be resumed and rectified and can be completed at a later stage through appropriate options would be given in the recruitment portal. All such applications should be submitted online before closing date of online application.
6. The candidate should submit online the latest passport size photographs of 20-50 KB Size with recommended resolution of 200-230 (width x height) and specimen signature having size of 10-20 KB with recommended resolution of 140x60 (width x height) in jpg format. Applications with illegible/blurred signature and or photo will be rejected summarily.
7. Date of Examination/Time/Hall Tickets of the candidate shall be intimated later through SMS/Newspaper.
8. Incomplete applications in any form are liable to be rejected. No further correspondence will be entertained in this regard no Admit Card will be issued to such candidates.
9. The candidates of southern group of islands as well as North and Middle Andaman should be submitted the offline applications to the Directorate of Health Services on or before 5.10.2018 during working hours in person or by mail/post.

3127/18 **Director of Health Services.**